এই নিল্লর্জতার শেষ কোথায়?

হাসান

২২-০৯-২০০৫

দুপুরের একটি দৃশ্য মাথায় ঘুরছে।দৃশ্যটি আমি দেখছি ঢাকার মতিঝিল এলাকাতে।ব্যস্ততম একটি এলাকা। আমি গিয়েছিলাম আমার ব্যক্তিগত একটি কাজে।ফুটপাথ দিয়ে হাটছি,ঠিক এরকম একটি সময় হঠাৎ দৃশ্যটি দেখে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যাই।একজন মহিলা।চুল উসকো খুসকো।অসংলগ্ন ভাবে হাঁটছেন।এই সব স্বাভাবিকতা টুকুর মাঝে যেটা সবচেয়ে কদর্য ও কুৎসিত সেটা হচ্ছে সেই মহিলার গায়েঁ কোন কাপড় নেই।তিনি বিবস্ত্র।

সভ্য এই সমাজে এই দৃশ্যটি অত্যন্ত বেমানান।সমাজ এই মহিলাকে পাগল হিসেবে বা যেটা বলে ডাকলে তার স্বার্থ উদ্ধার হয়,সেটা বলে ডাকবে।যেহেতু আমি ও এই সমাজের বাইরে নই,তাই খুব স্বাভাবিক ভাবে -ই আমি ও এই মহিলা কে এড়িয়ে যেতে চাইব। কিন্তু কেন জানি,এই সভ্য সমাজের সভ্য মানুষের মতো আমি চিন্তা করতে পারলাম না,অসভ্য একটি চিন্তা আমার মাথায় চলে এসেছে।

বাসায় এসে আমি চিন্তা করা শুরু করলাম এই মহিলার জায়গায়,ঠিক এই এক-ই পরিস্থিতিতে যদি আমার মা থাকতেন বা আমার বোন অথবা আমার প্রিয় কোন মুখ,তাহলে? পারতাম আমি এভাবে তাকে ঐ অবস্থায় শত শত মানুষের সামনে ছেড়ে চলে আসতে?অন্তত ১০ বা ১৫ জন মানুষকে জড়ো করে প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টা টাকা নিয়ে বা নিজের পকেটের কিছু টাকা দিয়ে (আমার কাছে তখন অত টাকা ছিল না) সামান্য একটা শাড়ি কি আমি তাকে দিতাম না?সেই মানুষটার না হয় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে,কিন্তু আমার? শত শত মানুষের সামনে এরকম একজন দুঃস্থ,অসহায় মানুষকে এরকম লজ্জাজনক একটি পরিস্থিতিতে ফেলে রেখে আমি কি এই সভ্য সমাজের সভ্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছি? আমি নাকি সৃষ্টির সেরা?কিভাবে?

আমার এই সমাজের বড় একটা অংশ আছেন এই সমাজের অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন! মিটিং,মিছিল,সেমিনার,সিম্ফসিয়ামে তাদের নিয়মিত উপস্থিতি,তাদের উদ্বিগ্ন ভরা চাহনি আর কিছু গৎবাঁধা উক্তি সবার মন ভরালে-ও আমার ভরায় না। আছেন কিছু রাজনীতিবিদ,তাদের রাজনৈতিক দল যাদের বন্যার সময় বন্যার্তদের সাথে হাটু পানিতে দাঁড়ানো অবস্থায় পত্রিকাতে ছবি হিসেবে দেখা যায়। এছাড়াও আছেন কিছু মানুষ যারা নীতিবান,নীতির চর্চা করতে করতে কখন যে আমার এই বাংলাদেশ পরপর ৩ বার,দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সেই খেয়াল ই তাদের নেই।

কি করলেন আপনারা?স্বাধীনতার ৩৪ বছর পর-ও এই দেশে একজন মানুষ কে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় জনসন্মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় কেন?

তারপর -ও অমিতের মত যখন একজন মানুষকে আমরা সবাই মিলে বাঁচিয়ে তুলি,বুয়েটে হৃদয়ের পাশে এসে যখন আমরা দাড়াই এবং এরকম আরো উদাহরণ যখন আমরা নিজেদের অজান্তেই সৃষ্টি করে ফেলি,তখন আমি আশান্বিত হই-ভাবি আসলেই মানুষ কত সুন্দর,তার ভিতরটা কত সুন্দর,কিছু

কুৎসিত কদর্য মানুষের আচরণ আসলেই যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় সেটা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেই।

আমি পারি নি সেই মানুষটিকে,সেই অসহায়,দুঃস্থ,দুঃখী মানুষটার জন্য কিছু করতে। যা পেরেছি তা হচ্ছে তার কথা সবাইকে জানাতে,আমার বাংলাদেশের একজন অসহায়,দুঃস্থ,দুঃখী মানুষের একদিনের কিছু মুহুর্তের কষ্টের বর্ণনা দিতে।বিত্তশালী কিছু মানুষ যদি একটু বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে,এই মানুষগুলোর জন্য এগিয়ে আসেন তাহলে এই মানুষ গুলো,সত্যিকারের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার একটি সুযোগ পাবে।

স্বাধীন এই দেশের, এই তথাকথিত সভ্য সমাজের চরম নীতিবান নীতি-নির্ধারকদের কাছে আমার অসভ্য একটি প্রশ্ন আছে-

এই নির্লজ্জতার শেষ কোথায়?

massnoon.hasan@gmail.com
http://www.banglardamal.org